সাতদিন

১ জুলাই : মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে সংসদ সদস্যদের টেলিফোন ভাতা বৃদ্ধি, শুল্কমুক্ত গাড়ি কেনার সুবিধা বৃদ্ধি ও নির্বাচনী এলাকায় অফিস স্থাপনের জন্য বিশেষ ভাতা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

'শৃঙ্খলাজনিত কারণে' ২০তম বিসিএস-এর ২১ জন শিক্ষানবিস সহকারী পুলিশ সুপারকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

সাবেক সেনাপ্রধান লে.জে. (অবঃ) এম হারুন-অর-রশিদকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে উপযুক্ত পদে দুই বছরের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

আওয়ামী লীগের তরুণ নেতা সাঈদ খোকনকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে রাজধানীর সূত্রাপুর-কোতোয়ালি এলাকায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়েছে।

২ জুলাই : একুশে টিভির লাইসেন্স অবৈধ ঘোষণা সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ইটিভি কর্তৃপক্ষের আপিল দায়েরের অনুমতির আবেদন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ খারিজ করে দিয়েছে। রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন জানানোর শর্তে আপিল বিভাগ তাদের নিজেদের রায় ৫ সপ্তাহের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেছে।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের জন্য পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলায় জামিন লাভ করেছেন।

সচিবালয়ের কর্মচারীদের চাপা অসন্তোষ আর ক্ষোভের কারণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মচারী হ্রাসের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়েছে।

৩ জুলাই : গ্রেডিং পদ্ধতিতে দেশের সব শিক্ষা বোর্ডের চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে এবং গড়ে পাশের হার ৪০ দশমিক ৬৫।

ফরিদপুর জেলার পুলিশ সুপার খায়রুল বাশার রাজধানীর মগবাজারস্থ বাসায় নিজ রিভলবার মাথায় ঠেকিয়ে গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বাগেরহাটে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী স্থানীয় ১ জন বিএনপি নেতা ও ১ জন স্কুল ছাত্রসহ ৩ জনকে গুলি করে হত্যা করেছে।

চট্টগ্রামে দুর্ধর্ষ শীর্ষ সন্ত্রাসী তসলিম উদ্দিন ওরফে মন্টুকে অত্যাধুনিক অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

৪ জুলাই : আওয়ামী লীগের গ্রেপ্তারকৃত নেতাকর্মীদের মুক্তি ও বাজেটে সাধারণের ওপর করের বোঝা চাপানোর প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে রাজধানীতে ৬টা-১২টা অর্ধদিবস হরতাল হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে বৈঠকে ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ আদমজীতে তথ্য টেক্সটাইল শিল্প ইপিজেড গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছেন।

বাগেরহাটে বিএনপি নেতাসহ তিন ব্যক্তি হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত।

ক্রয়কৃত পাটের মূল্য এবং পরিবহন বিল বাবদ বকেয়া ১ কোটি টাকা পরিশোধের দাবিতে চুয়াডাঙ্গায় আদমজী মিলস্ ক্রয় কেন্দ্রে পাট চাষী ও ব্যবসায়ীরা প্রতীক অনশন পালন করেন।

চট্টগ্রাম সিটি মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী এসএসএ (বাংলাদেশ) লিমিটেড নামে কোম্পানিকে প্রদত্ত সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন অবিলম্বে বাতিল করার দাবি জানিয়েছেন।

৫ জুলাই : বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এক বিবৃতিতে দেশের বৃহত্তম কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান আদমজীর বিপুলসংখ্যক শ্রমিকের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে পাট কলটি বন্ধ করায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের টয়লেট থেকে দেড় কোটি টাকা মূল্যের দুই হাজার তোলা সোনা উদ্ধার করা হয়।

চট্টগ্রামে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী পূর্বপরিকল্পিতভাবে নিউমার্কেট সংলগ্ন হকার মার্কেটে ভাঙচুর ও লুটপাট করে প্রায় ৫০ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে যায় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

রাজধানীর তেজগাঁয়ে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির গলাকাটা লাশ উদ্ধার ও কাফরুল এলাকায় গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু।

৬ জুলাই : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০১ সালের ডিগ্রি (পাস ও সাবসিডিয়ারি) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। পাসের হার ৩৪.২৯।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে ছাত্রলীগ ঢা.বি শাখার সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

রাজধানীর ২৩ শীর্ষ সন্ত্রাসীর আরেকজন সোহেল ওরফে ফ্রিডম সোহেলকে টাঙ্গাইলের মির্জাপুর বাজার থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শ্রমিক ধর্মঘটে উৎপাদন ব্যাহত ও প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার কারণে খুলনার বেসরকারি মালিকানাধীন জুট স্পিনার্স লিঃ 'লক আউট' ঘোষণা করা হয়েছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ দিনে জুটি উচ্ছেদ অভিযানের আপত্তিকর অবস্থায় ২৬ জুটিকে আটক করা হয়েছে।

৭ জুলাই : আদমজী জুট মিলের শ্রমিক-কর্মচারীরা তাদের বকেয়া মজুরি ও বেতন-ভাতা গ্রহণ করে।

অধ্যক্ষ মুহরী হত্যার মূল হোতা গ্রেফতারকৃত ছাত্রদল ক্যাডার তসলিম উদ্দিন মন্টু

বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গ্যাস রপ্তানি নিয়ে একটি সম্পূরক প্রশ্ন এবং আদমজী জুট মিল বন্ধ সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা দাবি করে বিরোধীদলীয় নেত্রীর পয়েন্ট অব অর্ডারে বক্তব্য প্রদানের সময় জাতীয় সংসদে তুমুল হৈ চৈ, হট্টগোল সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে ৯টা ১২ মিনিটে আওয়ামী লীগ সংসদ থেকে ওয়াক আউট করে এবং ৭ মিনিটের মাথায় সংসদে ফিরে আসে।

ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে সংগঠনের একদল বিক্ষুব্ধ কর্মী ধানমন্ডির ১২ নম্বরে আওয়ামী লীগের অফিস ভাঙচুর এবং ছাত্রলীগের সাবেক এক নেতাকে লাঞ্ছিত করে। ভাঙচুরের ঘটনায় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ২ নেতাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

মতিঝিল মডেল হাইস্কুল থেকে এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মুশফিক আহমদ ত্বরণের (১৬) রহস্যজনক মৃত্যু ঘটেছে। বিকালে মানিকনগর এলাকা থেকে মুশফিককে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পথে সে মারা যায়।

ব্যাপক বন্যার আশংকা

রিপোর্ট **প্রশান্ত মজুমদার শান্ত**

শুরু হয়েছে বন্যা। এ বছরে বন্যায় আরো ব্যাপক এলাকা প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিশেষজ্ঞগণ এরকমই আভাস দিয়েছেন। ইতিমধ্যে পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা ও মেঘনার পানি একযোগে বাড়তে থাকায় বৃহৎ এক বন্যার পদধ্বনি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অব্যাহত বর্ষণ ও উজানের ঢলে উত্তরাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কোথাও কোথাও বন্যা দেখা দিয়েছে। ১৯৫৪ সালে ২৫ ভাগ, ১৯৫৫ সালে ৩৪ ভাগ, ১৯৬৩ ও '৭০ সালে ২৯ ভাগ, '৭৪ সালে ৩৬ ভাগ, '৮৭ সালে ৩৯ ভাগ, '৮৮ সালে ৬১ ভাগ এবং ২০০০ সালে ২৪ ভাগ এলাকা বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল। বাংলাদেশে গত শতাব্দীর দীর্ঘতম ও সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল ১৯৯৮ সালে। এ বন্যায় দেশের ৬৮ ভাগ অর্থাৎ ১০০২৫০ বর্গ কি.মি. প্লাবিত হয়েছিল। এ বছরও ব্যাপক এলাকা প্লাবিত হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞগণ ধারণা করছেন। ইতোমধ্যে প্লাবিত হয়েছে দেশের ২০ শতাংশ এলাকা। গাইবান্ধা, শেরপুর, নেত্রকোনা, কুড়িগ্রাম, রংপুর, রাজধানীর পূর্বাঞ্চল, ফেনী, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ঠাকুরগাঁও, সিরাজগঞ্জ, জামালপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞগণ ধারণা করছেন এবারের বন্যায় ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ এলাকা এবং ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ চাষাবাদযোগ্য জমি প্লাবিত হতে পারে। অপরদিকে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র এ বছর একটি মাঝারি ধরনের বন্যা হতে পারে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। সাম্প্রতিক বন্যার গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণকারী এক বন্যা বিশেষজ্ঞ বলেন, এবারও বড় ধরনের একটি বন্যা হতে পারে। ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা দ্রুত প্লাবিত হচ্ছে। ব্রহ্মপুত্রের পর গঙ্গা অববাহিতা প্লাবিত হবে। দেশের অর্ধেক এলাকা প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যার অর্থ দেশের ৯০ শতাংশ চাষযোগ্য জমি বন্যার পানিতে প্লাবিত হওয়া। আবহাওয়া অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (সহ-আবহাওয়াবিদ) মোঃ এনায়েতুল রহমান মিঞা সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'এ বছর বৃষ্টিপাতের পরিমাণটা বেশি। জুন মাসে বৃষ্টির পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে।

অক্টোবরের পরে জলোচ্ছ্বাস দেখা দিতে পারে। ইতিমধ্যেই বেশকিছু নদ-নদীর পানি বেড়েছে। নদ-নদীর অবস্থা অনুযায়ী

বন্যার পানিতে প্রতিদিন নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে

বাংলাদেশের নদীগুলোকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো ব্রহ্মপুত্র বা যমুনা, পদ্মা বা গঙ্গা, মেঘনা ও সাউথ ইস্টার্ন হিল বেসিন। যমুনা বেসিনের ধরলা নদীর কুড়িগ্রাম স্টেশন, তিস্তা নদীর কাউনিয়া, ভলিয়া, ব্রহ্মপুত্রের নুনখাওয়া, যমুনা নদীর বাহাদুরাবাদ ও সিরাজগঞ্জ। পদ্মা বেসিনের করোতোয়া নদীর পঞ্চগড়, পুনর্ভবা নদীর দিনাজপুর, মেঘনা বেসিনের সুরমা নদীর কানাইঘাট ও সিলেটের কুশিয়ারা নদীর দুর্গাপুর, অমলশিদ ও শেওলা, মনু নদীর মনু Rly Br, খোয়রি নদীর হবিগঞ্জ, গোমতি-কুমিল্লা ইত্যাদি স্টেশন (পয়েন্টে) বা পানি পরিমাপক কেন্দ্রে বিপদসীমার নিকট দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। কালনী, ধনু, কুশিয়ারা, মনু, খোয়াই, কর্ণফুলী, হালদা, চিড়িং, ফেনী, সাঙ্গু, মাতামুহুরি নদীর তীরবর্তী এলাকায় পানি বেড়ে বন্যার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। দক্ষিণ-পূর্ব হিল বেসিনে মুহুরী ও হালদা নদীর পরশুরাম ও নারায়ণহাট পয়েন্টেও বিপদসীমার ১/২ মিটার নিচ দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। মে-আগস্ট পর্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মেই সাগরের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। তাই ভাটার পরেও পানির সর্বনিম্ন স্তর ক্রমান্বয়ে ওপরে উঠতে থাকে। ওয়াপদা বিল্ডিং-এ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণের কেন্দ্রে কর্মরত সাইদুর রহমান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, যদিও ওয়ার্ল্ড মেট্রোলজি বলেছে এ বছর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাস পাবে। বাস্তবে হয়েছে তার উল্টো। মে মাসে ২০% স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের চেয়ে বেশি হয়েছে। জুন মাসে আরো বেড়েছে। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে পানি আসার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় মে মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে। এ বছর এটা বৃদ্ধি পায় এপ্রিলের শেষে। ফলে হাওর অঞ্চলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। যেহেতু এটি একটি বন্যার লক্ষণ। তাছাড়া সিলেটের নদীগুলোতে হঠাৎ পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই ব্যাপক আকারে বন্যার সম্ভাবনা রয়েছে। গত কয়েকদিন যাবৎ সুরমা নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ঢাকার নিচু ও পার্শ্ববর্তী এলাকায়ও পানি দ্রুত বাড়ছে। ডিএনডি এলাকায় জলাবদ্ধতা প্রকট আকার ধারণ করেছে। চট্টগ্রামের অনেক সড়কের ওপর দিয়ে পানির স্রোত বইছে। নীলফামারী, সাতক্ষীরা ও নোয়াখালীতে ব্যাপক এলাকা প্লাবিত হয়েছে। নীলফামারী তিস্তার প্রবল ঢলে ডিমলা ও জলঢাকায় বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। সেখানে বাঁধের ওপর আশ্রয় নিয়েছে ২০ হাজার লোক। বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় হাতিয়া দ্বীপের বন্যা প্রবল আকার ধারণ করেছে। ইস্পাহানী ভবনে কর্মরত পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী (পানি বিদ্যা) এ.কে.এম শামসুল ইসলাম সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমাদেরকে বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে হবে। বাংলাদেশের ৯০ শতাংশের পানি আসে নেপাল, ভুটান, ভারত ও বার্মা থেকে যে নদীগুলো বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে তার মাধ্যমে। বাংলাদেশের একক পরিকল্পনায় বন্যা প্রতিরোধ সম্ভব নয়। মেঘনা, যমুনা, পদ্মা নদীতে এমন কোনো স্ট্রাকচার নেই যা দিয়ে বন্যা প্রতিরোধ সম্ভব। প্রতি সেকেন্ডে ২ লাখ কিউসেক

মিটার পানি পার্শ্ববর্তী দেশের নদীগুলো হতে এ সময় আসছে। তা ধারণ করার ক্ষমতা আমাদের নদীগুলোর নেই। তাই বন্যা হবেই। তবে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এ বছর শুরুতেই বেশি হওয়ায় ব্যাপক আকারে বন্যার আশঙ্কা রয়েছে।' তিনি আরো জানান, অতি বৃষ্টি, পার্শ্ববর্তী দেশ হতে আসা পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া, একই সঙ্গে পদ্মা, মেঘনা, নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়া এবং সমুদ্র উত্তাল থাকা বা ঝড়ো আবহাওয়া বা সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়িয়ে নদ-নদীর স্রোতের গতি হ্রাস করে তখন বন্যা মারাত্মক আকার ধারণ করে। দৈনিক ১৫ মিলিমিটারের বেশি বা ১০ দিন একটানা ৩০০ মিলি মি. বৃষ্টিপাত হলে স্থানীয়ভাবে সাময়িক বন্যার সৃষ্টি হতে পারে। বাংলাদেশের প্রায় ২০% স্থান জুড়ে আছে নদ-নদী ও জলাশয়। যেখানে নদী হতে ভূমির উচ্চতা বেশি সেখানে বাঁধ দেয়া যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু নদী হতে প্রায় সমতল তীরবর্তী অঞ্চলে বাঁধ সুফল বয়ে আনে না। তা অনেক সময় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে। কখনো বা নদী প্রবাহে ব্যাঘাত ঘটায়। অনেকে বলে ফারাক্কা বাঁধ দেয়ায় নদীর নাব্যতা কমেছে কিন্তু তা বন্যার কোনো কারণ নয়। পৃথিবীর সবচেয়ে বৃষ্টিপাতপ্রবণ এলাকা চেরাপুঞ্জি হতে সিলেটের দূরত্ব মাত্র ১২ মাইল। সত্যিকারার্থে পার্শ্ববর্তী দেশ হতে যে পরিমাণ পানি আসে তা ধারণ করার ক্ষমতা আমাদের নদ-নদীগুলোর কখনোই ছিলো না। পানি বৃদ্ধি পেলেই ভয়ের কিছু নেই। পানির পরিমাণ বিপদসীমার ৫০ সে.মি. নিচে থাকলে সেটা নর্মাল। বিপদসীমার ৫০ সে. মি. মধ্যে পানি প্রবাহিত হলে সেটা টলারেট, বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হলে তা রিস্কি বা ঝুঁকিপূর্ণ এবং বিপদসীমার ৫০ সে. মি. ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হলে তা হচ্ছে সিভিয়ার বা দুর্যোগপূর্ণ স্তর। বাংলাদেশে বন্যা হবেই তবে তার গতি-প্রকৃতি, সীমা বা ম্যাগনিটিউট নির্ভর করে ভবিষ্যতের ওপর। বন্যার ভালো দিকও রয়েছে। পলি জমা, মাছের প্রজনন, জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ, কেঁচো, শামুক, ব্যাঙ বা pest control (কীটপতঙ্গ দমন বা বালাই নিয়ন্ত্রণ)-এর জন্য বন্যা-অপরিহার্য। তাছাড়া গ্রাউন্ড ওয়ারে অর্থাৎ নিচে যে পানি জমে এবং নৌ-অর্থনীতিতে হাওর-বাঁওড় অঞ্চলে বন্যার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে চিন্তার বিষয়টি হলো যদি এটা মারাত্মক আকার ধারণ করে, '৮৮ ও '৯৮ সালে যে রকম হয়েছে তা দেশের মানুষের জন্যে সীমাহীন ক্ষতিকর। এ জন্যে সরকারকে দ্রুত সেবা নিশ্চিত করতে হবে।

নদ-নদীর দেশ বাংলাদেশে 'বন্যা' প্রতিবছরই কমবেশি হয়ে থাকে। এজন্য প্রয়োজন বন্যা হলে করণীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা। প্রচার মাধ্যমে ও স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনকে জানমাল রক্ষার্থে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে তৎপর হওয়া। সর্বাগ্রে বন্যা সম্পর্কিত সরকারের কার্যক্রমের তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য পূর্ব থেকেই দ্রুত সেবার নিশ্চয়তায় পূর্ব প্রস্তুতি নিতে হবে।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, বন্যা- পূর্ব ও বন্যার সময়ে এবং বন্যা-উত্তর ও পরবর্তী সময়ে সরকার সবসময়ই ব্যর্থ হয়। বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে দ্রুত নগদ সহায়তা, নতুন ফসল রোপণে সহায়তা ও ঘরবাড়ি নির্মাণে সহায়তার প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে বন্যার সময় দ্রুত ত্রাণ সেবা পৌঁছানো জরুরি হয়ে পড়ে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, সরকারের পূর্বেই বেসরকারি সংগঠন ত্রাণ সেবা দিয়ে থাকে। সরকার যে ত্রাণ সেবা দিয়ে থাকে তাও নামমাত্র। বন্যা আসছেই। ইতোমধ্যে কোথাও কোথাও বন্যাও দেখা দিয়েছে। কিন্তু সরকারের তেমন কোনো প্রস্তুতি নেই। জনমনে প্রশ্ন উঠেছে এবারও একই ভূমিকায় নতুন সরকারকে দেখা যাবে না তো!

ছাত্রলীগ ঢাবি সম্মেলন

অবশেষে ভাংচুর

ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনে ৬ জুলাই ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন। ভাষণ শেষে তিনি বলেন, 'জাতি এখন এক ক্রান্তিকাল অতিবাহিত করছে। নিজেদের মধ্যে এখন অনৈক্য সৃষ্টি করা যাবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য অনেকেরই যোগ্যতা রয়েছে। সবাইকে তো আর পদ দেয়া যাবে না। দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে নিতে

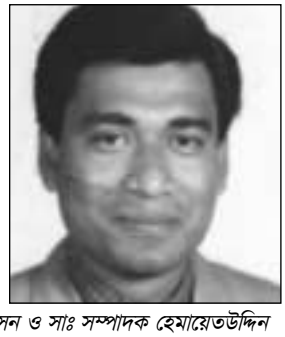

ঘোষিত সভাপতি দেলোয়ার হোসেন ও সাঃ সম্পাদক হেমায়েতউদ্দিন

হবে।' নেত্রীর এই আহ্বানের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ছাত্রলীগের একটি অংশ আকাঙ্ক্ষিত পদ না পেয়ে আওয়ামী লীগ নির্বাচনী অফিস ভাংচুর করে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গঠনতন্ত্রের নির্বাচনের ধারাকে উপেক্ষা করে কমিটি ঘোষণা করায় এ ভাংচুরের ঘটনা ঘটে।

আঞ্চলিকতার রাজনীতিতে বলি হলেন চৌধুরী সাইফুন্নবী সাগর

চার বছর পর ৬ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে চাঙ্গা হয়ে ওঠে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য পনেরোজন ছাত্রনেতা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে। তাদের অধিকাংশের দাবি ছিল নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠন করার। ৫ জুলাই বিকালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অফিসে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে কাউন্সিলররা দৃশ্যত নির্বাচনের প্রশ্নে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কাউন্সিলরদের অধিকাংশ নির্বাচনের পক্ষে মত দিলেও সিলেকশনের পক্ষেও জোরালো সমর্থন আসে। এমতাবস্থায় কাউন্সিল স্থগিত করা হয়। রাতে নির্বাচনের পক্ষের অংশ নেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন। শেখ হাসিনা তাদের আশ্বস্ত করেন। জানা গেছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওকে কমিশনের চেয়ারম্যান ওবায়দুল কাদেরকে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন। ৭ জুলাই স্থগিত কাউন্সিল আবারও বসে। কাউন্সিলে ভোটের ব্যবস্থা না করে কমিটি ঘোষণা করা হয়। দেলোয়ার হোসেনকে সভাপতি, হেমায়েত হোসেন হিমুকে সাধারণ সম্পাদক বলে ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণার পরই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সভাপতি প্রার্থী বিপুল সরকারের সমর্থকরা। তারা নির্বাচনী অফিস ভাংচুর করে। এই ভাংচুরে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল ওয়াদুদ খোকনও অংশ নেয় বলে জানা গেছে। তারা ওকে কমিশনের চেয়ারম্যান ওবায়দুল কাদেরকে আটকে রাখে এবং গালিগালাজ করে। এ সময় আহত হন সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সুজিত রায় নন্দী। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য বিপুল সরকার ও আব্দুল ওয়াদুদ খোকনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

খোঁজ নিয়ে গেছে, মূলত সাধারণ সম্পাদক পদে শহীদুল্লাহ হলের সাবেক সভাপতি হেমায়েত হোসেন হিমুকে নিয়ে আসার জন্যই নির্বাচনের বদলে সিলেকশন হয়। হেমায়েত হোসেন হিমুর বাড়ি বরিশাল। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ বরিশালের রয়েছে শক্ত ভিত্তি। জানা গেছে, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমুও হিমুকে সাধারণ সম্পাদক করতে জোরালো লবিং করেছেন। হেমায়েত হোসেন হিমু সাধারণ সম্পাদক হওয়ায় ছাত্রলীগের সাধারণ ছাত্ররা অনেকেই ক্ষুব্ধ। শহীদুল্লাহ হলে হিমুর রয়েছে নানা ধরনের নেতিবাচক কার্যক্রমের কাহিনী। এমনকি টিএসসিতে বাঁধন লাঞ্ছনার সময় তার গ্রুপের নাম আসে। জানা গেছে, নতুন কমিটিতে সিলেকশনের মাধ্যমে ছাত্রলীগের তিনটি আঞ্চলিক গ্রুপকে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় কমিটিতে বরিশাল গ্রুপ প্রদান পদ দুটোর একটিও পাইনি। এ কারণে কট্টর বরিশালপন্থীদের দাবি ছিল বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের একটি তাদের দেয়ার। তবে বরিশাল গ্রুপে হিমু বাদে কোনো প্রার্থী না থাকায় বিভিন্ন আপত্তি সত্ত্বেও হিমুকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। জানা গেছে ওকে কমিশনের চেয়ারম্যান ওবায়দুল কাদের বরিশালের নেতাদের হিমুর বিকল্প একজনকে দিতে বলেছিলেন। বরিশালের নেতারা দিতে পারেনি। তাদের ব্যর্থতার জের এখন টানতে হবে আগামী দিনে হল থেকে বিতাড়িত ছাত্রলীগের কর্মীদের। কমিটি গঠন নিয়ে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার ঘটনা নিয়ে ওকে কমিশনের চেয়ারম্যান ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি। তবে ভোট না হওয়া প্রসঙ্গে ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাইফুদ্দীন শিখর ২০০০কে বলেন, 'ভোটের ব্যাপারটি ছিল সাবজেক্ট কমিটির ওপর। সাবজেক্ট কমিটির প্রতিটি সদস্যকে ডাকা হয়েছে। তাদের মতামত নেয়া হয়েছে। তাদের মতামতের ভিত্তিতে এই কমিটি গঠিত হয়েছে। এই অর্থে এই কমিটিকে নির্বাচিত কমিটি বলা যায়।'

ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র অনুসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জেলা শাখার মর্যাদা ভোগ করে। এ কারণে পরিবর্তিত গঠনতন্ত্র অনুসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ১০১ সদস্য বিশিষ্ট। ছাত্রলীগ কর্মীদের দাবি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনে যেন অতীতের মতো বিলম্ব না হয়। নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় নেতা নির্বাচন করে ছাত্রলীগ ছাত্র রাজনীতির নতুন ধারার সূচনা করেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্ব সিলেকশন করে মূলত এ ধারাকে স্তিমিত করে দেয়া হলো। নির্বাচন হলে এড়ানো যেত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা।

জয়ন্ত আচার্য

ছাত্রদল নেতা সিকো হত্যা

দ্রুত বিচার আইন আদালতে

শাহজাদপুর সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি ও ছাত্রদল নেতা সাইদুল ইসলাম সিকো হত্যা মামলা সিআইডি পুনরায় তদন্ত শুরু করেছে। মামলাটি দ্রুত বিচার আইনে আদালতে উঠছে। তবে মামলার আসামিরা সিকোর পরিবারের সদস্যদের মামলাটি মীমাংসা করে ফেলার জন্য চাপ দিচ্ছে। এমনকি ভয়ভীতি প্রদর্শন করারও অভিযোগ রয়েছে। শাহজাদপুর বিএনপি'র অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণেই ছাত্রদল নেতা সাইদুল ইসলাম সিকো '৯৯ সালের ২৫ আগস্ট নির্মমভাবে নিহত হয়। জাতীয় পার্টি থেকে '৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনের আগে হাসিবুর রহমান স্বপন বিএনপি'তে যোগ দেন। তার বিএনপি'তে যোগদানকে কেন্দ্র করে শাহজাদপুর বিএনপি কার্যত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বাধীন গ্রুপটি হাসিবুর রহমান স্বপনের পক্ষ অবলম্বন করে। কামরুদ্দীন এহিয়া খান মজলিসের গ্রুপটি তার বিরোধিতা করে। সাইদুল ইসলাম সিকো মজলিসের গ্রুপকে সমর্থন করে। নির্বাচনের পর অন্তর্দ্বন্দ্ব বেড়ে যায়। গ্রুপ দুটো প্রকাশ্যেই একে অপরের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। থেকে আওয়ামী লীগে যোগদান করার পর খারিজ হয়ে যায় স্বপনের আসন। এ আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব মারাত্মক রূপ নেয়। '৯৯ সালের ১ আগস্ট আনোয়ার হোসেন সমর্থক গ্রুপটি আক্রমণ করে সিকোর শাহজাদপুরের বাড়িতে। এ সময় বাড়িতে ভাঙচুর করা হয়। আক্রমণের খবর পেয়েই সিকো প্রাণভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। এ ঘটনার পর সিকো ৫ আগস্ট পলিটেকনিক্যাল কলেজে পরীক্ষা দিতে ঢাকা চলে আসে। পরে তাকে বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা মীমাংসা করার জন্য কামরুদ্দীন এহিয়া খান মজলিস সিরাজগঞ্জে ডেকে পাঠান। ১৩ আগস্ট সিরাজগঞ্জ বিএনপি অফিসে মীমাংসার সালিশ বসে। বিএনপি স্থানীয় নেতা মান্নান তালুকদার, হুমায়ূন খান উপস্থিত থেকে দুই পক্ষকে মিলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। বুকে বুক মিলিয়ে দেয়া হয়। তবে সিকো এ সালিশ মেনে নেয়নি। সালিশে সিকোর পক্ষ সন্তুষ্ট না হওয়ায় শাহজাদপুর পার্টি অফিসে আবার সালিশের ব্যবস্থা করা হয়। বিএনপি'র নেতারা ২৫ আগস্ট রাত ৮টার দিকে তাকে বাসা থেকে সালিশের জন্য ডেকে নেয়। সালিশে সিকোর সঙ্গে বন্ধু গফুর, মানিক উপস্থিত হয়। এ সময় প্রতিপক্ষ সশস্ত্র অবস্থায় দলীয় শাহজাদপুর বিএনপি কার্যালয়ে প্রবেশ করে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। রামদার আঘাতে সিকোর মাথার ঘিলু বের হয়ে যায়। সে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারায়। মারাত্মকভাবে আহত হয় রূপপুর গ্রামের আবদুল গফুর। সিকো হত্যাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শাহজাদপুর। হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে চলে মিছিল ও সমাবেশ।

নিহত সিকো

হত্যাকাণ্ডের পর লাভলু লোদী বাদী হয়ে শাহজাদপুর থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলায় আসামি করা হয় আনোয়ার হোসেন, হাবিবুর রহমান (ফারুক), শরিফ আহমেদ, মিলন, অপু, মোঃ নাজিম হোসেন, রহমত আলী, আব্দুল মালেক, লাভলু, ওয়ারেজ, ফরিদকে। মামলার এজাহারে বলা হয়, ২৫-৮-৯৯ তারিখে সন্ধ্যা অনুমান সাড়ে সাতটায় উল্লিখিত আসামিরা পরিকল্পনা মোতাবেক মারাত্মক অস্ত্রসহ আসামি আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে বিএনপি'র দলীয় কার্যালয়ের সামনে হাজির হয়। আসামি হাবিবুর রহমান তার হাতের পিস্তল দিয়ে এক রাউন্ড ফাঁকা গুলি করে এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করে। আসামি আনোয়ার হোসেনের হুকুমে সব সন্ত্রাসী বিএনপি'র কার্যালয়ে ঢুকে পড়ে। আসামি হাবিবুর রহমান ফারুক তার হাতে থাকা পিস্তল দিয়ে, আসামি সাব্বিরের হাতে থাকা রামদা দিয়ে ও আসামি শরিফ তার হাতে থাকা পিস্তল দিয়ে সিকোর মাথা লক্ষ্য করে গুলি ও কোপ মারে। ঘটনাস্থলে সিকো প্রাণ হারায়। স্পর্শকাতর ঘটনা বলে মামলা তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয় সিআইডি পুলিশকে। সিআইডি'র এসআই মোঃ শাহীদুল্লাহ শেখ দীর্ঘ আড়াই বছর মামলাটি তদন্ত করে। চার্জশিট এবছরের ১৩ জানুয়ারি জমা দেয়। চার্জশিটে আনোয়ার হোসেন, রেজাউল ইসলাম রাজু, সাব্বির, লাভলুকে আসামি থেকে অব্যাহতি দেয়ার সুপারিশ করে। এই চার্জশিটের বিরুদ্ধে বাদী লাভলু লোদী আর্জি পত্র পেশ করে পুনরায় তদন্তের অনুরোধ করেন।

বাবলু রহমান *সিরাজগঞ্জ থেকে*